শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

গবেষণা সিরিজ-১৬

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1368-7

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩
ষষ্ঠ সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	শাফায়াত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৮
৬	ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় মানুষ যেসব ভাগে বিভক্ত থাকবে তার প্রবাহচিত্র	২৮
৭	শাফায়াত অবিশ্বাস করার পরিণতি	৩১
৮	শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্যতা	৩৩
৯	মানুষের বাইরে যারা শাফায়াতকারী হবে	৩৭
১০	শাফায়াত আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে, না পরে অনুষ্ঠিত হবে?	৩৯
১১	শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি না?	৪৪
১২	শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার কারণ	৬৭
১৩	শাফায়াত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে কি না?	৭০
১৪	শাফায়াত বিষয়ে যে দোয়া করতে হবে	৭১
১৫	শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মূল উৎস এবং তার পর্যালোচনা	৭২
১৬	শেষ কথা	৯৫

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

'শাফায়াত' হলো মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা পরকালে গুনাহ বা শাস্তি মাফের একটি ব্যবস্থা। 'শাফায়াত' এবং শাফায়াতের বিভিন্ন দিক নিয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক তথ্য আছে। তাই 'শাফায়াত' বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকবে না। পরকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটির একটি হলো 'শাফায়াত'। বাকি দুটো হলো– আমলের হিসাব বা মাপ হওয়া এবং জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি। এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দুনিয়ায় সৎ বা অসৎ হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অসততার যে বন্যা দেখা যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হলো এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী নানা কথা। কবর পূজা ও পীর পূজা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা। এ সকল কারণে একদিকে মুসলিম সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে অসংখ্য মুসলিমের পরকালীন জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে 'শাফায়াত' সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। 'শাফায়াত' সম্পর্কিত চালু হয়ে যাওয়া মিথ্যা কথাগুলোর অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

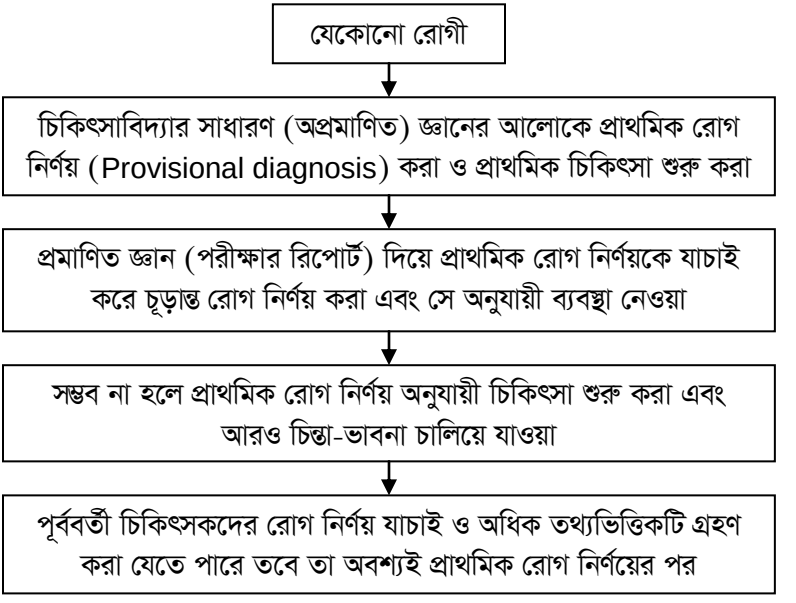

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

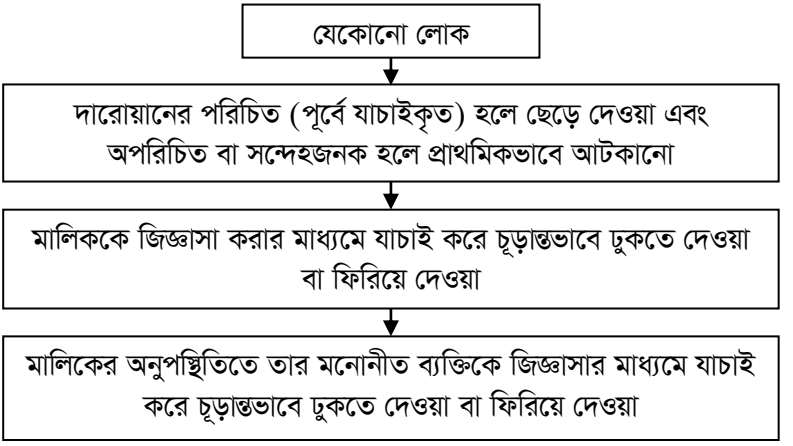

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

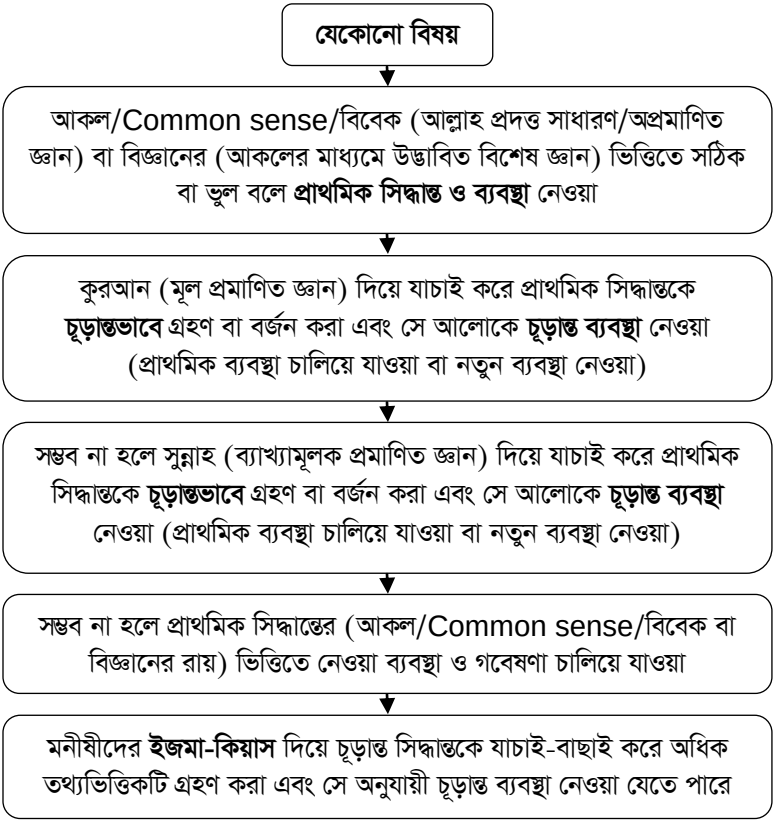

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

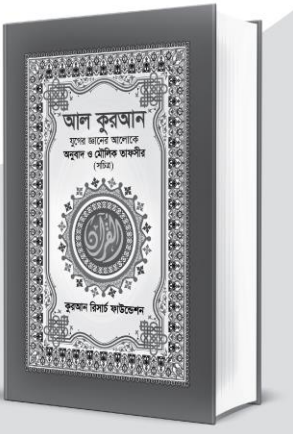

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

শাফায়াত ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। কেউ শাফায়াতে বিশ্বাস না করলে তার ঈমান থাকবে না। ইসলামের এ মৌলিক বিষয়টি সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কিছু তথ্য হলো–

১. নবী-রসুলগণসহ মু'মিনগণ শাফায়াত করবেন।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যাবে।
৩. জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করছে এমন মু'মিনদেরকেও শাফায়াতের মাধ্যমে বের করে এনে জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
৪. কাফিররা শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

শাফায়াত সম্পর্কে এরূপ ধারণার বাস্তব যেসব কুফল বর্তমানে মুসলিম সমাজে দেখা যায়–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে মনে করে মুসলিমদের অনেকেই এমন নিষিদ্ধ কাজ করছে যার কারণে পরকালে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে যেতে হবে বলে কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।
২. বিশেষ কিছু মানুষ শাফায়াত করতে পারবে ধারণা করে সাধারণ লোকেরা তাদেরকে এমন উপায়ে খুশি করার চেষ্টা করছে যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৩. কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তির শাফায়াত পাওয়ার আশায় অনেকে কবর পূজা করছে।
৪. কিছু লোক শাফায়াতের লোভ দেখিয়ে নানাভাবে মানুষকে প্রতারিত করছে।

তাই আমরা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর রায়ের ভিত্তিতে শাফায়াত সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

শাফায়াত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাফায়াত শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সুপারিশ, মাধ্যম বা দোয়া। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পরকালে অপরের গুনাহ বা শাস্তি মাফের জন্য আল্লাহর কাছে করা সুপারিশ। এ কথা সত্য যে– মৃত্যুর পর তাওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকে না। তাই দয়াময় আল্লাহ মৃত্যুর পরও মানুষের গুনাহ মাফ হওয়ার একটি বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। আর সে ব্যবস্থা হচ্ছে শাফায়াত।

ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় মানুষ যেসব ভাগে বিভক্ত থাকবে তার প্রবাহচিত্র

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় মানুষ যেসব ভাগে বিভক্ত থাকবে তা জানা দরকার। এ তথ্যটি আমরা প্রথমে প্রবাহচিত্র আকারে এবং পরে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আকারে উপস্থাপন করব।

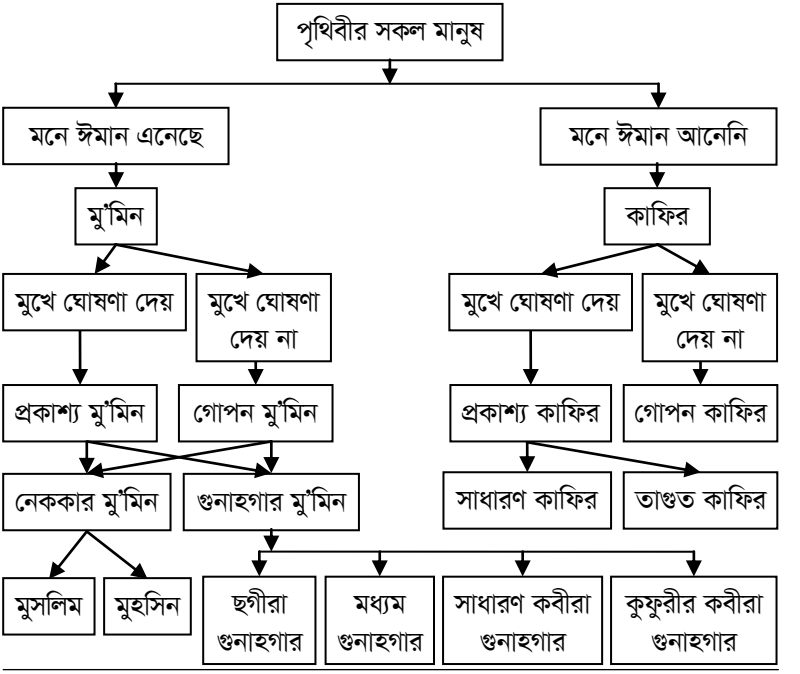

মু'মিন : মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে।

প্রকাশ্য মু'মিন : যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে এবং মুখে তার ঘোষণা দেয়। মনের বিশ্বাসটাই আল্লাহ দেখেন। মুখের ঘোষণাটি অন্য মানুষের বুঝার জন্য যে, ব্যক্তিটি ঈমান এনেছে। সাধারণত মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিগণই এ বিভাগে থাকে।

গোপন মু'মিন : যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে কিন্তু মুখে তার ঘোষণা দিতে পারে না। সাধারণত অমুসলিম ঘরে জন্মানো ঈমান আনা ব্যক্তিগণই এ বিভাগে থাকে।

নেককার মু'মিন : যে গুনাহ করেনি বা তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নেওয়ার কারণে যার আমলনামায় কোনো গুনাহ নেই।

মুসলিম : সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন।

মুহসিন : সর্বোচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন।

ছগীরা গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় শুধু ছগীরা গুনাহ (ছোটো গুনাহ) আছে। নিষিদ্ধ কাজ প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ পালন করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়।

মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় শুধু মধ্যম গুনাহ আছে। মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টসহ বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়।

সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় সাধারণ কবীরা গুনাহ আছে। প্রায় না থাকা (খুব ছোটো) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়।

কুফরী কবীরা গুনাহগার মু'মিন : সেই মু'মিন যার আমলনামায় কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ আছে। ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছা করে বা খুশি মনে বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে এ ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয়। এ ব্যক্তিরা আমলী কাফির। যথাযথভাবে তাওবা করলে সে আবার নেককার মু'মিন হয়ে যাবে। আর যারা মুখে ঘোষণা দিয়ে ঈমান থেকে বের

হয়ে যায় তারা কাওলী (ঘোষণা দেওয়া) কাফির। এদের মু'মিন হতে গেলে আবার ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে।

কাফির : সেই ব্যক্তি যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে বিশ্বাস করে না।

প্রকাশ্য কাফির : সেই কাফির যে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি বিশ্বাস করে না এবং প্রকাশ্যে তার ঘোষণাও দেয়।

গোপন কাফির (মুনাফিক) : সেই কাফির যে প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় কিন্তু মনে ঈমান আনে না। এরাই হলো সবচেয়ে খারাপ ধরনের কাফির।

সাধারণ কাফির : সেই প্রকাশ্য কাফির যারা অন্যদের ইসলাম পালনে বাধা দেয় না।

তাগুত কাফির : সেই প্রকাশ্য কাফির যারা মুমিনদের ইসলাম পালনে নানাভাবে বাধা দেয়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

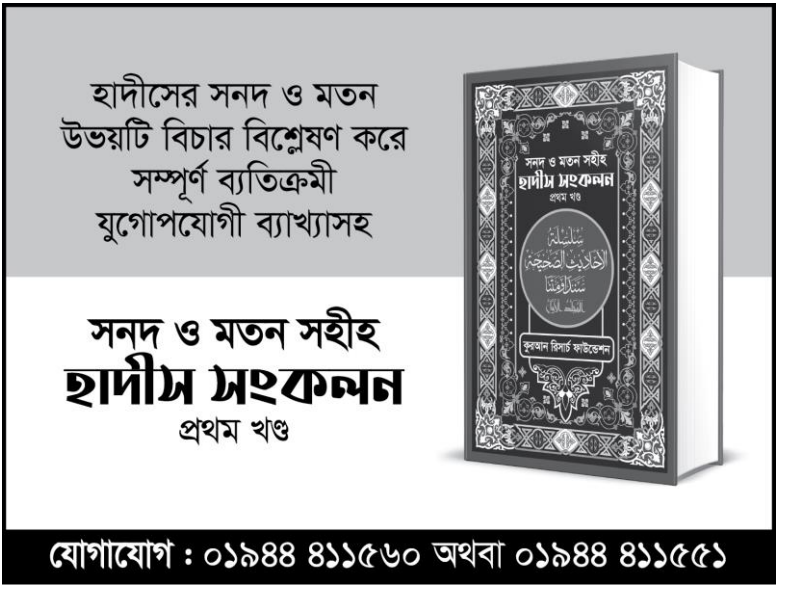

শাফায়াত অবিশ্বাস করার পরিণতি

শাফায়াত সম্পর্কে একদিকে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী অনেক কথা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। অন্যদিকে কিছু মানুষ শাফায়াতকে অস্বীকারও করে। তাই প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব শাফায়াত ইসলামে আছে কি নেই এবং শাফায়াত অস্বীকার করলে কী ধরনের গুনাহ হবে।

Common sense

দুনিয়ায় শক্তিধর ব্যক্তির কাছ থেকে অপরাধ বা শাস্তি মাফ করানোর জন্য তার পছন্দের মানুষ দিয়ে সুপারিশ করানোর পদ্ধতি চালু আছে। তাই পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে অপরাধ (গুনাহ) বা শাস্তি মাফ করানোর জন্য আল্লাহর পছন্দের মানুষ দিয়ে সুপারিশ করানোর পদ্ধতি থাকা Common sense সম্মত।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– শাফায়াত বা সুপারিশ নামক কোনো ব্যবস্থা পরকালে থাকা যৌক্তিক।

আল কুরআন

তথ্য-১

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

বলো, সুপারিশের সবকিছু আল্লাহরই ইখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।
(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৪৪)

তথ্য-২

..... مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ .....

... ... তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই। ... ... (সুরা সাজদাহ /৩২ : ৪)

তথ্য-৩

.....لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

... ... (যখন) তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না, অতএব তারা যেন আল্লাহ-সচেতন হয়।

(সুরা আন'আম/৬ : ৫১)

তথ্য-৪

.....مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.....

... ... কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? ... ...

(সুরা আল-বাকারা/২ : ২৫৫)

তথ্য-৫

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.

যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ (হবে) অসুখী ও কেউ (হবে) সুখী।

(সুরা হুদ/১১ : ১০৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতসহ সংশ্লিষ্ট আরও আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. শাফায়াত নামক একটি বিষয় ইসলামে আছে। তাই শাফায়াত অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।

২. আর শাফায়াত করার জন্য মহান আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে।

তাহলে দেখা যায়– শাফায়াত থাকা সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– শাফায়াত নামক একটি বিষয় ইসলামে আছে। আর তাই শাফায়াত অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। তবে শাফায়াত করার জন্য মহান আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে।

আল হাদীস

শাফায়াত সম্পর্কিত অনেক হাদীস পরে আসছে। ঐ সকল হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় শাফায়াত নামক একটি বিষয় পরকালে থাকবে তথা ইসলামে আছে।

শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার যোগ্যতা

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❖ **অনুমতি লাগার দৃষ্টিকোণ**

কোনো স্থানে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়ার শর্ত থাকার অর্থ হলো–

১. সকলকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।

২. প্রবেশের জন্য অনুমতি পাওয়ার কিছু যোগ্যতা আছে।

আগের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে– শাফায়াত করার জন্য শাফায়াতকারীকে আল্লাহর অনুমতি নিতে হবে। এখান থেকে বুঝা যায়–

১. সকলে শাফায়াত করার অনুমতি পাবে না।

২. শাফায়াতের অনুমতি পাওয়ার জন্য কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ **আমলনামায় গুনাহ থাকার দৃষ্টিকোণ**

'শাফায়াত' গুনাহ মাফ হওয়ার একটি পদ্ধতি। তাই Common sense-এর আলোকে বলা যায় যে, পরকালে যার আমলনামায় গুনাহ থাকবে সে অন্যের জন্য শাফায়াত করার অনুমতি পেতে পারে না। অর্থাৎ তিনিই শাফায়াত করার যোগ্য হবেন যার আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকবে না তথা সে নেককার মু'মিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ **পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির সম্মাননা পুরস্কার পাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

প্রত্যেক দেশে পাবলিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া হয়। এটি একটি সম্মাননা পুরস্কার। এ পুরস্কার সাধারণ মানে পাশ করা ছাত্ররা পায় না। এ পুরস্কার পায় যারা অসাধারণ ফল করে। মানুষের দুনিয়ার জীবনও একটি পরীক্ষা। আর শাফায়াত হলো রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ কর্তৃক দুনিয়ার জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে মানুষকে

দেওয়া সম্মাননা পুরস্কার। Common sense অনুযায়ী তাই শাফায়াত করার অনুমতি–

১. পাবে না– যারা নিম্নস্তরের নেককার মু'মিন (মুসলিম) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষায় সাধারণ মানে পাশ করেছে।

২. পাবে– যারা সর্বোচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে। অর্থাৎ জীবন পরিচালনামূলক পরীক্ষায় অসাধারণ (Extraordinary) ভালো ফল করেছেন।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা, যারা সর্বোচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

আল-কুরআন

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের ডাকে সুপারিশ করার ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ছাড়া।

(সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৮৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'য়ালা শাফায়াত করার যোগ্য কে হবে না এবং কে হবে তা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর পরিবর্তে মুশরিকরা যে দেবদেবীদের ডাকে, তারা শাফায়াত করার যোগ্য সত্তা নয়। অর্থাৎ তারা শাফায়াতের অনুমতি পাবে না।

এরপর আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– শাফায়াতের যোগ্য হবে তথা অনুমতি পাবে তারা, যারা দুনিয়ায় জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে। চিরসত্য জ্ঞান হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান। তাই জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে– কুরআন ও সুন্নাহ সরাসরি পড়ে অতিউচ্চ মানের জ্ঞানার্জন করা এবং সে জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা ও কাজের মাধ্যমে অতিউচ্চ মানের নেককার মু'মিন হিসেবে জীবন পরিচালনা করা।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা, যারা অতিউচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকা নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– শাফায়াত করার অনুমতি পাবে শুধু তারা, যারা অতিউচ্চ স্তরের নেককার মু'মিন (মুহসিন) হিসেবে দুনিয়া ত্যাগ করেছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى . . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণিত সনদের পঞ্চম ব্যক্তি হাকাম ইবন মুসা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরাহ্ রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আমি কিয়ামাতের দিন আদম সন্তানদের সরদার হবো এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর খুলে যাবে এবং আমিই প্রথম শাফায়াতকারী ও আমার শাফায়াত প্রথমে কবুল করা হবে।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৬০৭৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসুলুল্লাহ স. প্রথম শাফায়াতকারী হবেন এবং তাঁর শাফায়াত প্রথম গৃহীত হবে। রসুলুল্লাহ স. প্রথম শাফায়াতকারী এবং তাঁর শাফায়াত প্রথমে কবুল হওয়া কথাটি থেকে জানা যায়– অন্যকিছু ব্যক্তিও শাফায়াত করবেন এবং তাদের কারও কারও শাফায়াতও কবুল হবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ . . . . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . . . فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম– ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? ... ... তারপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০০১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ দারদা রা.-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা রহ.-এর থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুল স.-কে বলতে শুনেছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৭৭
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কবীরা গুনাহগাররা শাফায়াত করার অনুমতি পাবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস দুটির আলোকে বলা যায়– অতি উচ্চমানের নেককার মু'মিনরাই শাফায়াত করার অনুমতি পাবে।

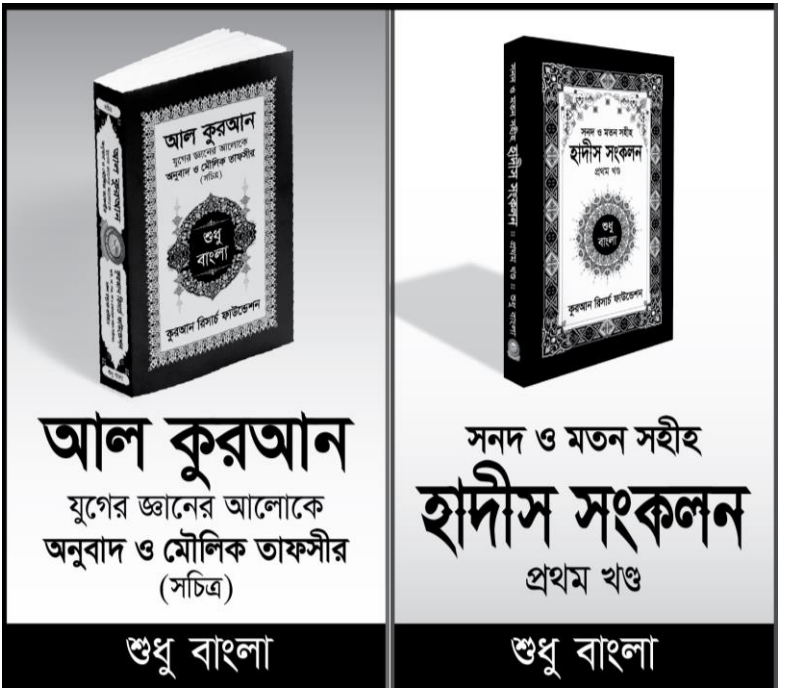

মানুষের বাইরে যারা শাফায়াতকারী হবে

আল কুরআন

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى .

আকাশে কতই না ফেরেশতা আছে তাদের শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না যতক্ষণ না আল্লাহ যার জন্য (অতাৎক্ষণিকভাবে) ইচ্ছা করবেন অনুমতি দেবেন এবং সন্তুষ্ট থাকবেন।

(সুরা আন নাজম/৫৩ : ২৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– ফেরেশতারা শাফায়াত করবেন।

আল হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ..... – عَنْ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ উমামাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি হাসান ইবনু আলী আল-হুলওয়ানী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামাহ্ আল বাহিলী রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, **তোমরা কুরআন অধ্যয়ন করো। কারণ, কিয়ামাতের দিন তার অধ্যয়নকারীর জন্য সে শাফায়াতকারী হিসেবে আসবে।** তোমরা দুটি

উজ্জ্বল সুরা অর্থাৎ সুরা আল বাকারা এবং সুরা আলে ইমরান অধ্যয়ন করো। কিয়ামতের দিন এ দুটি সুরা এমনভাবে আসবে যেন তা দুখণ্ড মেঘ অথবা দুটি ছায়াদানকারী অথবা দুঝাঁক উড়ন্ত পাখি, যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সুরা আল বাকারা অধ্যয়ন করো। এ সুরাটিকে গ্রহণ করা বারাকাতের কাজ এবং পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীরা এর মোকাবিলা করতে পারে না। হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ মু'আবিয়া বলেছেন– আমি জানতে পেরেছি যে, বাতিলের অনুসারী বলে জাদুকরদের বলা হয়েছে।

- ♦ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং- ১৯১০
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আল কুরআন শাফায়াত করবে।

হাদীস-২

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ..... عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ، وَمَا حِلٌّ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.

ইবন হিব্বান রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন এত বড়ো সুপারিশকারী যে, তার আবেদন রক্ষা করা হবে। যে একে সম্মুখে রাখবে তাকে সে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর যে একে পিছনে ফেলে রাখবে, তাকে সে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেবে।

- ♦ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২৪ (সনদ তাহকীক : শুআইব আল-আরনাউত, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৪ হি.)।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন উত্তম।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– আল কুরআন মানুষের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় দিকে শাফায়াত করবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায়– কুরআন ও ফেরেশতাগণ শাফায়াত করবে। আর সে শাফায়াত পক্ষে বা বিপক্ষে উভয় দিকে হবে।

শাফায়াত আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে, না পরে অনুষ্ঠিত হবে?

এ বিষয়টিও পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাই চলুন, এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক–

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❖ দুনিয়ার বিচারের ওকালতির (Advocacy) দৃষ্টিকোণ

শাফায়াত হলো এক ধরনের ওকালতি। দুনিয়ার বিচারের সময় ওকালতি অনুষ্ঠিত হয় রায় ঘোষণার আগে। তাই Common sense অনুযায়ী শাফায়াত আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ বিচারের রায় পাল্টানোর দৃষ্টিকোণ

বিচারের রায় ঘোষণার পর ওকালতির কারণে রায় পাল্টানোর অর্থ হলো– প্রথম রায়ে ভুল থাকা অথবা উকিল বা অন্য কারও ভয়ে রায় পরিবর্তন করা। তাই শেষ বিচারের দিন রায় ঘোষণার পর শাফায়াতের কারণে রায় পাল্টানোর অর্থ হবে আল্লাহর প্রথম রায়ে ভুল থাকা অথবা শাফায়াতকারী বা অন্য কারো ভয়ে আল্লাহ তা'য়ালার রায় পরিবর্তন করা। এ দুটোর কোনোটিই আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে ঘটা সম্ভব নয়। তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ীও শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার আগে।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ উচ্চতর আদালতে রায় পরিবর্তন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

দুনিয়ায় নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকে। পরকালে বিচারিক আদালত একটি এবং বিচারক শুধু একজন তথা মহান আল্লাহ। তাই পরকালে উচ্চ আদালতে আপিল করে রায় পরিবর্তনের কোনো

সুযোগ নেই। আর তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ীও শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– শাফায়াত হতে হবে আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

(২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দুহাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রসুলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায় আমার দুর্ভোগ! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে যিক্‌র (কুরআন) থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য (বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে) অধিক প্রতারণাকারী। (৩০) আর রসুল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা আল ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রসুল স.-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারাত্মক ভুল করেছে।

২৮ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নম্বর আয়াতের *(অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)*-এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআনবিরোধী পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নম্বর আয়াতের *(আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)*-এ অংশের ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞানার্জন ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা : রসুল স. কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞানার্জনের ওপর অপরিসীমভাবে অধিক গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞানার্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। তাই আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন (শাফায়াত) করছি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রসুল স. তাঁর উম্মতের কিছু লোককে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা, যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দেবে।

আর যে কারণে রসুল স. ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির জন্য শাফায়াত করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্য তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

আয়াতগুলোর বক্তব্যের সময়কাল হলো কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন। ২৭ নম্বর আয়াত থেকে এটি পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তাই

আয়াতগুলোর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের অনুষ্ঠান হবে আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

তথ্য-২

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ .

যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। নির্ভুলতা শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। (সুরা নূর/২৪ : ১৫, ১৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতসহ আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– বিচারে ভুল রায় দেওয়াসহ সকল ভুল থেকে আল্লাহ মুক্ত। তাই বিচারে ভুল হওয়ার জন্য শাফায়াতের মাধ্যমে শাস্তি পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার আগে।

তথ্য-৩

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

আর তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারীও নেই।

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত অনুযায়ী শেষ বিচারের দিন সকল মানুষ মিলে বল প্রয়োগ করলেও আল্লাহর নিজ ঘোষিত বিচারের রায় পরিবর্তন করার সম্ভাবনা নেই। তাই শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ বা শাস্তি মওকুফ হতে হলে তার অনুষ্ঠানটি হতে হবে শেষ বিচারের দিন আল্লাহর রায় ঘোষণার আগে।

তথ্য-৪

অনেক আয়াতে বলা হয়েছে (পরে আসছে) যারা জাহান্নামে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। অন্যদিকে অনেক আয়াত থেকে আমরা ইতোমধ্যে

নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে শাফায়াত (সুপারিশ) নামক গুনাহ মাফের এক ব্যবস্থা পরকালে থাকবে। তাই সহজে বলা যায়– শাফায়াতের অনুষ্ঠান অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে অনুষ্ঠিত হবে।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– শাফায়াত হতে হবে আল্লাহর বিচারের রায় ঘোষণার আগে।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

অনেক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে (পরে আসছে) যারা জাহান্নামে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। অন্যদিকে অনেক সহীহ হাদীস থেকে আমরা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে শাফায়াত (সুপারিশ) নামক গুনাহ মাফের ব্যবস্থা পরকালে থাকবে। তাই হাদীসের আলোকেও সহজে বলা যায়– শাফায়াতের অনুষ্ঠান অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

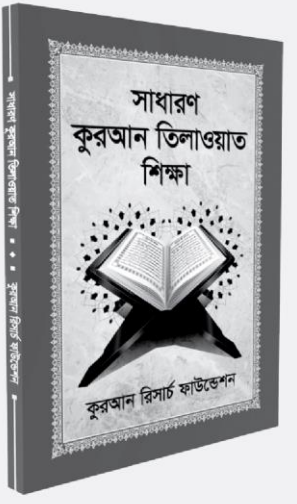

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি না?

বিষয়টি পুস্তিকার মূল আলোচ্য বিষয়। আর এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত কথা হলো–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে।
২. কবীরা গুনাহর জন্য মু'মিন জাহান্নামে গেলেও শাফায়াতের মাধ্যমে কিছুকাল পরে বের হয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

তাই আমরা বিষয়টি নিয়ে মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

Common sense

Common sense-এর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি জানা ও বুঝা যায়। দৃষ্টিকোণসমূহ হলো–

দৃষ্টিকোণ-১

❖ **মানুষের দুনিয়ায় জীবন চরমভাবে অশান্তিময় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

ইসলাম মানুষের দুনিয়ার জীবনকে শান্তিময় করতে চায়। অন্যদিকে গণিতশাস্ত্র অনুযায়ী অনন্তকালের তুলনায় এক কোটি বছরও শূন্য সময় তথা কোনো সময়ই না। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় যে– শাফায়াতের মাধ্যমে বড়ো অপরাধ (কবীরা গুনাহ) মাফ হলে বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া গেলে মুসলিম দেশগুলোতে বড়ো অপরাধীর (কবীরা গুনাহগার) সংখ্যা অবশ্যই ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। ফলে মানুষের দুনিয়ার জীবন চরমভাবে অশান্তিময় হবে।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে অতি সহজে বলা যায়, শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

দৃষ্টিকোণ-২

❖ **তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফের সুযোগ গ্রহণ না করার দৃষ্টিকোণ**

ইসলামে মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে খালিস নিয়তে তাওবা করলে কবীরা গুনাহ সাওয়াবে পরিবর্তিত হয়ে যায় (নিসা/৪ : ১৭, ১৮ এবং ফুরকান/২৫ : ৬৭-৭০)। যে মু'মিন তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার এ অপূর্ব সুযোগটি না নিয়ে দুনিয়ার পুরো জীবন বড়ো অপরাধ করার মাধ্যমে মানুষকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে, Common sense অনুযায়ী পরকালে তার কবীরা গুনাহ (বড়ো অপরাধ) মাফ হওয়া বা কিছুকাল পর জাহান্নাম থেকে বের করে এনে অনন্তকালের জন্য জান্নাতে দিয়ে দেওয়া অবশ্যই উচিত নয়।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও অতি সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

দৃষ্টিকোণ-৩

❖ **শাফায়াতের অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়ার সময়ের দৃষ্টিকোণ**

আগের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি শাফায়াতের অনুষ্ঠান সংঘটিত হবে আল্লাহ তা'য়ালার বিচারের রায় ঘোষণার আগে। তাই Common sense-এর দৃষ্টিকোণ থেকেও জাহান্নামে যাওয়া মু'মিন শাফায়াতের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে কথা ইসলামের কথা হতে পারে না।

দৃষ্টিকোণ-৪

❖ **সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠানের শিক্ষার দৃষ্টিকোণ**

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের একটি ফরজ (মৌলিক বা কবীরা) আরকানে ভুল হলে ঐ আমলগুলো শতভাগ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ঐ আমলগুলোর পালনকৃত সঠিক কাজগুলোর কোনো মূল্য পাওয়া যায় না।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঐ আমলগুলোর শিক্ষা থেকে জানা যায়– জীবন পরিচালনা করার কর্মকাণ্ডটিতে একটি কবীরাগুনাহ তথা মৌলিক ভুল নিয়ে কোনো মু'মিন পরকালে উপস্থিত হলে সে সারা জীবন যে নেক আমল করেছে তার যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই পরকালে ঐ নেক আমলের জন্য সে কোনো পুরস্কার পাবে না। আর তাই তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো শাফায়াতের মাধ্যমে–

১. কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ . . . . . .

যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকবে কিন্তু কবীরার চেয়ে ছোটো মাত্রার গুনাহ থেকে নয় (পরকালে তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক।

(সুরা আন নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : ইসলামে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো তাওবা। আর সে তাওবা করতে হবে গুনাহ করার সাথে সাথে বা মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় আগে (নিসা/৪ : ১৭, ১৮)। অর্থাৎ মৃত্যুর এমন সময় আগে যখন ব্যক্তি ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে গুনাহ করতে পারে। অন্যদিকে আয়াতটিতে কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ তথা শিরক ও অন্য সকল কবীরা গুনাহর কথা বলা হয়েছে।

তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– মু'মিন যদি শিরক ও অন্যান্য বড়ো পাপসমূহ থেকে দূরে থাকতে বা তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে মুক্ত হতে পারে তবে তাদের মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ করার নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থাগুলো হলো– দুনিয়ায় নেক আমল ও দোয়া এবং পরকালে শাফায়াত।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-২.১

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা **কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।** আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। **এ জন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।**

(সুরা মুহাম্মদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের কিছু মানা ও কিছু না মানার অর্থ হলো– কিছু বড়ো নেকী ও কিছু কবীরা গুনাহ করা। আয়াতটি অনুযায়ী কিছু কবীরা গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তির সকল আমল নিষ্ফল ধরা হবে।

তথ্য-২.২

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা, যারা Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হিসেবে খেতাব পাওয়া ব্যক্তির জীবন অবশ্যই শতভাগ ব্যর্থ। তাই এ আয়াতটি থেকেও জানা যায়– আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা (মৌলিক) গুনাহ থাকলে ব্যক্তির জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ দুটি তথ্যের আয়াতগুলোর ভিত্তিতেও বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-৩

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .

'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফ্ফাত' শব্দ তিনটি অপরিবর্তিত রেখে অর্থ : অতঃপর যাদের 'মাওয়াঝিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। আর

যাদের 'মাওয়াঝিন' 'খাফ্ফাত' হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(সুরা মুমিনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা : 'মাওয়াঝিন', 'ছাকুলাত' ও 'খাফ্ফাত' শব্দ তিনটি ধারণকারী কয়েকটি আয়াত আল কুরআনে আছে। আরবী ভাষায় এ শব্দ তিনটির প্রধান দুটি অর্থ হলো–

- **মাওয়াঝিন**
  ১. মাপযন্ত্র
  ২. আল্লাহর কাছে যে কাজের গুরুত্ব আছে তেমন কাজ অর্থাৎ নেকী বা সাওয়াব।
- **ছাকুলাত**
  ১. ভারী
  ২. বেশি
- **খাফ্ফাত**
  ১. হালকা
  ২. কম (শূন্য)

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে মু'মিনদের 'মাওয়াযিন' 'ছাকুলাত' হবে তারা হবে সফলকাম। অর্থাৎ তারা জান্নাত পাবে। আর যাদের 'মাওয়াযিন' 'খাফ্ফাত' হবে তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

একজন মু'মিনের আমলনামায় কিছু না কিছু সাওয়াব অবশ্যই থাকে। তাই মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়া থেকে বুঝা যায় পরকালে সাওয়াব ও গুনাহ এমন পদ্ধতিতে মাপা বা হিসাব করা হবে যেখানে আমলনামায় নেকী থাকলেও তার জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যাবে না। ঐ পদ্ধতি হলো গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপার বা হিসাব করার পদ্ধতি। কারণ, গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপলেই শুধু একটি মৌলিক ভুল তথা একটি কবীরাগুনাহ থাকলে আমলনামায় থাকা নেকীর যোগফল শূন্য হয়ে যায়। তাই ঐ নেকীর জন্য কোনো পুরস্কার পাওয়া যায় না।

আমল ভরের ভিত্তিতে মাপা হলে আমলনামায় থাকা নেকীর কিছু না কিছু পুরস্কার মু'মিন ব্যক্তি অবশ্যই পেত। অর্থাৎ সে কিছু দিনের জন্য হলেও জান্নাত পেত। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামক বইটিতে।

তাই এ আয়াত দুটির প্রকৃত অর্থ ('মাওয়াঝিন' শব্দের অর্থ 'নেকী', 'ছাকুলাত' শব্দের অর্থ 'বেশি' এবং 'খাফ্ফাত' শব্দের অর্থ 'শূন্য' ধরে) : অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) নেক আমল বেশি হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের নেক আমল শূন্য (কম) হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

আয়াতটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকলে তার সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। তাই তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। অর্থাৎ শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

তথ্য-৪

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারো থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, আর কারো কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না এবং তাদের কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী কিয়ামতের দিন শাফায়াত কোনো কল্যাণে আসবে না। কিন্তু অন্য আয়াতে শাফায়াতকে কিয়ামতের দিনের গুনাহ মাফ হওয়া তথা মানুষের জন্য কল্যাণকর একটি ব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– যাদের আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তাদের জন্য শাফায়াত কোনো উপকারে আসবে না। অর্থাৎ কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।

তথ্য-৫

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.

দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ছাড়া কারও শাফায়াত (সুপারিশ) সেদিন কোনো কাজে আসবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১০৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– অনুমতি পাওয়া ব্যক্তির সে কথা তথা সে শাফায়াত শুধু কাজে আসবে যেটির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। তাই এখানে মহান আল্লাহ শাফায়াত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন–

১. শাফায়াত করার জন্য তাঁর অনুমতি পেতে হবে।
২. অনুমতি পাওয়া শাফায়াতকারীর করা শাফায়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

অনুমতি পাওয়া ব্যক্তির শাফায়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা কথাটির অর্থ হবে– যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে মাফ করলে শাফায়াত সম্পর্কিত কুরআনের মাধ্যমে জানানো নীতিমালা ভঙ্গ হবে না এমনটি হতে হবে।

আগে উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন যে– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।

আয়াতটি থেকে শাফায়াতের অনুষ্ঠানের স্তর সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় তার চলমান চিত্র হলো–

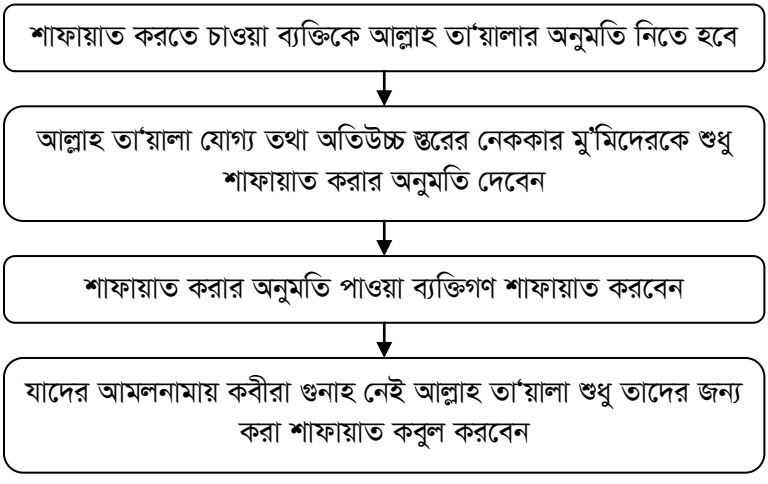

তথ্য-৬

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবিরা (বড়ো) গুনাহসমূহ থেকে মুক্ত থাকতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের অন্য মাত্রার (মধ্যম ও ছোটো) গুনাহ মোচন করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের শিক্ষা হলো– মু'মিন যদি শিরক ও অন্যান্য বড়ো পাপসমূহ থেকে দূরে থাকতে বা তাওবার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারে তবে পরকালে আল্লাহ তাদের মধ্যম ও ছগীরা গুনাহসমূহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করে দেবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।
২. কবীরা গুনাহসহ পরকালে যাওয়া মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

তথ্য-৭

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাত)। (ওটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়। (সুরা শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতের বক্তব্য হলো– জান্নাত শুধু সেসব মু'মিনদের জন্য যারা শিরক ও অন্যান্য বড়ো পাপসমূহ থেকে মুক্ত। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ পরকালে যাওয়া মু'মিন জান্নাত পাবে না তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

তথ্য-৮

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ.

যার ওপর শাস্তির বাণী যৌক্তিক হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)? তুমি (রসুল স.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে? তবে যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন হয়, তাদের জন্য নির্মিত আছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ। যার তলদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

(সুরা যুমার/৩৯ : ১৯, ২০)

ব্যাখ্যা : কারো ওয়াদার (প্রতিশ্রুতির) একটি রূপ হচ্ছে তার নির্ধারণ করা বিধি-বিধান বা নীতিমালা। তাই কোনো বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদার একটি রূপ হচ্ছে ঐ বিষয়ে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-বিধান বা নীতিমালা।

১৯ নম্বর আয়াতটিতে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আল্লাহ প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন– যে ব্যক্তির জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তাঁর জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা অনুযায়ী যার জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া সে নীতিমালা হলো– মু'মিন (তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে) একটিমাত্র কবীরাগুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর যে মু'মিন কৃত কবীরাগুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তিনি তাকে প্রথম থেকেই চিরকালের জন্য জান্নাত দিয়ে দেবেন।

আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ আবার প্রশ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যাকে তিনি বিচার করে জাহানামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রসুল স.-ও আগুন তথা জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না।

পরকালে শাস্তি থেকে উদ্ধার করতে পারার একমাত্র উপায় হলো শাফায়াত। অন্যদিকে রসুল স. অবশ্যই কোনো কাফিরের জন্য শাফায়াত করবেন না। আবার রসুল স. শাফায়াতের মাধ্যমে যাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না তাকে অন্য কোনো মানুষের উদ্ধার করতে পারার প্রশ্নই আসে না।

পরের আয়াতে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন তাদের স্থায়ীভাবে থাকার জন্য তিনি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ সচেতন কথাটির অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান, নীতিমালা ও তথ্য যথাযথভাবে জানা এবং অনুসরণ করা। তাই আয়াতের এ অংশের

মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান, নীতিমালা ও তথ্য যথাযথভাবে জানে এবং অনুসরণ করে তাদেরকে তিনি চিরস্থায়ীভাবে অপরূপ জান্নাতে থাকতে দেবেন।

সবশেষে, **'আল্লাহ কখনও নিজের ওয়াদা খেলাফ করেন না'** কথাটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কৃত ওয়াদা (জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা) তিনি ভঙ্গ করবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে নিশ্চিত করেছেন যে– কবীরাগুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জাহান্নামে এবং কবীরা গুনাহ ছাড়া মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

আয়াতটির আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

তথ্য-৯.১

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ ص وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ.

তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাবের (আল-কুরআন) দিকে আহ্বান করা হয় নিজেদের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেথায় স্থির থাকে। এটা এজন্য যে– তারা বলে, নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন (জাহান্নাম) আমাদের স্পর্শ করবে না। বস্তুত তারা যে কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩: ২৩, ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, আহলে কিতাবরা বলতো– আল্লাহর কিছু কথা না মানার জন্য নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ আমরা জাহান্নামে গেলেও কিছুদিন পর বের হয়ে এসে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবো।

আহলে কিতাবদের ঐ কথার জবাবে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন–

- ঐ কথা তাদের বানানো কথা।
- ঐ কথা তাদেরকে, তাদের দ্বীন তথা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

তথ্য-৯.২

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَاتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

আর তারা বলে– জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া। বলো– তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছ? অথচ আল্লাহ কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ– যে বিষয়ে তোমাদের (সঠিক) জ্ঞান নেই? বস্তুত যারা গুনাহ করে এবং তাদের (বড়ো/কবীরা) গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকে তারা জাহান্নামী হবে। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যা : ৮০ নম্বর আয়াতে আহলে কিতাবদের বলা 'জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনও স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া' কথাটির বিষয়ে বলা হয়েছে–

- এটা আল্লাহর ওয়াদা নয়।
- এটি তাদের বলা ভুল কথা।

আর পরের আয়াত তথা ৮১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এ বিষয়ের সঠিক তথ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন। সে তথ্য হলো– যে সকল মু'মিন কৃত কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

উল্লিখিত দুটি তথ্যের আয়াতগুলো আহলে কিতাবীদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন– আহলে কিতাবদের শাস্তির বিধান আর মুসলিমদের শাস্তির বিধান এক নয়। এ কথার উত্তর হলো– ইসলাম স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থা। এর মূলনীতি সকল নবীর উম্মতের জন্য অভিন্ন। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে শরিয়তের কিছু বিধান শুধু পরিবর্তন হয়েছে। আর এটি হওয়াই যৌক্তিক। কারণ, এটি না হলে শুধু জন্মের সময়ের ভিন্নতার কারণে একই

ধরনের অপরাধের জন্য মানুষকে অপরিসীম পার্থক্য সংবলিত শাস্তি দেওয়া হতো। যা ন্যায় বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আর এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

এটা (ইসলাম) স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

(সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : ইসলাম একটি স্থায়ী জীবনব্যবস্থা কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামের মূলনীতি সকল যুগের মানুষের জন্য অভিন্ন। জাহান্নামের অবস্থানের মেয়াদ স্থায়ী না অস্থায়ী এটি ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا.

এটাই আল্লাহর নীতি যা আগে থেকে চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর নীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(সুরা আল ফাতহ/৪৮ : ২৩)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا.

আমার রসুলদের মধ্যে তোমার আগে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রে এ নীতিই ছিল, আর তুমি আমাদের নীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৭)

উল্লিখিত তিনটি আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

তথ্য-১০

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ

বলে দাও, আমি রসুলগণের মধ্যে নতুন কেউ নই এবং আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে।

(সুরা আল আহকাফ/৪৬ : ৯)

ব্যাখ্যা : যদি প্রশ্ন করা হয় এ আয়াতে রসুল স.-এর জানা নেই বলতে নিম্নের কোন তথ্যটিকে বুঝানো হয়েছে–

১. তিনি জান্নাত পাবেন, কি পাবেন না।

২. তিনি শাফায়াত করার অনুমতি পাবেন, কি পাবেন না।

৩. তিনি হাউজে কাউছারের পানীয় পান করানোর অনুমতি পাবেন, কি পাবেন না।
৪. তাঁর কৃত শাফায়াত কবুল হবে, কি হবে না।

আমরা সবাই উত্তর দেবো তাঁর কৃত শাফায়াত কবুল হবে কি হবে না এটি বুঝানো হয়েছে। কারণ, বাকি তিনটি হতে পারে না।

আয়াতটি অনুযায়ী– পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চমানের নেককার মু'মিনও নিশ্চিত নন যে– তার করা শাফায়াত কবুল হবে, কি হবে না। আর এর কারণ হলো– তিনি জানেন না, যার জন্য তিনি শাফায়াত করছেন তার আমলনামায় কবীরা গুনাহ আছে কি না (আয়াত আগে উল্লেখ করা হয়েছে)।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– রসুল স.-এর কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না। আর কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা রসুল স.-এর শাফায়াত যদি কবুল না হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

{১. বাগাভী রহ.-এর মত হলো– আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ স. বলেছেন যে, তাঁর সাথে পরকালে মহান আল্লাহ কী আচরণ করবেন তা তিনি জানেন না। (বাগাভী, মাআলিমুত তানযীল, খ. ৭, পৃ. ২৫২)
২. কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন– এ আয়াতের বক্তব্য ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে প্রযোজ্য হবে। (আলূসী, রূহুল মাআনী, খ. ১৯, পৃ. ৪৯)}

তথ্য-১১.১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা; ... ... আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(সুরা নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

তথ্য-১১.২

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অথচ আল্লাহ কেনা-বেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে, সে আগে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৫)

তথ্য-১১.৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ আয়াতসমূহ এবং এ ধরনের বহু আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– যারা জাহান্নামে যাবে তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। তাই এ আয়াতগুলো অনুযায়ীও নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে কেউ মুক্তি পাবে না।

তথ্য-১২

আগে উল্লিখিত সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০ আয়াতগুলো (পৃষ্ঠা নম্বর ৪০) থেকে জানা যায়– কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করে শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার কারণে যে সকল উম্মত কবীরা গুনাহসহ পরকালে উপস্থিত হবে রসুল স. তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন। অর্থাৎ তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল থাকতে হবে।

তাই এ আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবেই না। বরং রসুল স. তাঁর উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পাঠানোর জন্য সুপারিশ (শাফায়াত) করবেন।

❖ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

২. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَ .....عَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সালামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি হারমালা ইবন ইয়াহইয়া রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– হযরত আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তাঁর ওপর যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (আর তুমি তোমার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো)-এ আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি বলেন– হে কুরাইশ সকল! আল্লাহর জন্য তোমাদের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। (পরকালে) আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমাদের কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। হে বনী আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! হে আল্লাহর রসুলের ফুফু সাফিয়্যা! হে রসুলুল্লাহর কন্যা ফাতেমা, আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাও। (পরকালে) আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোনো উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫২৫।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পরকালে কেউ কাউকে উপকার করতে পারার একমাত্র উপায় হলো শাফায়াত। তাই হাদীসটির আলোকে বলা যায়– আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকলে রসুল স. তাঁর কোনো আত্মীয়-স্বজন এমনকি তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতিমা রা.-কেও শাফায়াতের মাধ্যমের কোনো উপকার করতে পারবেন না। তাই অন্য মু'মিনদের বেলায় এটির প্রশ্ন আসেই না। আর তাই হাদীসটি অনুযায়ী সহজে বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ দারদা রা.-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, লা'নতকারীরা কিয়ামত দিবসে সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবে না।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– কবীরা গুনাহগাররা শাফায়াত করার অনুমতি পাবে না। তাহলে হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না। অর্থাৎ শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হবে না।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ..... قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ: لاَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী স. মু'আয রা.-কে বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোরূপ শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয রা. বললেন, 'আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দেবো না?'

তিনি বললেন- না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১২৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনোরূপ শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'-এ সুসংবাদটি মু'আয রা. অন্য লোকদের জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী স. তা নিষেধ করেন এবং বলেন 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।' তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে শুধু শিরক নয়, সকল কবীরা গুনাহ মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে। আর তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. পরকালে শিরক ও কবীরা গুনাহ আমলনামায় থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকতে হবে।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকেও বের হয়ে আসতে পারবে না।

হাদীস-৪.১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি– সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪.২

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

ইমাম মুসলিম রহ. আগের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (এরপর ৪.১ নম্বর হাদীসটির বক্তব্যেও অনুরূপ বক্তব্য অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সালাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪.৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও তার মাত্রা।
২. অনুশোচনা ও তার মাত্রা।
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রা।

অন্যদিকে বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে মোটা দাগে (Gross) যে সকল গুনাহ হয় তা হলো–

১. জীবন বাঁচানো তথা বড়ো গুরুত্বের ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে গুনাহ হবে না।
২. প্রায় জীবন বাঁচানো গুরুত্বের ওজর এবং অনেক অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হবে।
৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হবে।

৪. প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।
৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র** (গবেষণা সিরিজ-২২) বইটিতে।

মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাত খিয়ানাত করা তিনটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রা যাই থাকুক না কেন এ তিনটি কাজে অন্য মানুষের ক্ষতির বা কষ্টের মাত্রা অভিন্ন হয়। তবে কাজ তিনটি করা ব্যক্তির জীবন বাঁচানো, প্রায় জীবন বাঁচানো বা মধ্যম মাত্রার গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সে ক্ষতি হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু নিষিদ্ধ কাজ তিনটি ইচ্ছাকৃত (খুশি মনে) প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করলে তা মেনে নেওয়া যায় না।

তাই বলা য়ায়, হাদীস তিনটির ভিত্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশি মনে (কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহগার) বা প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় (সাধারণ কবীরা গুনাহগার) উল্লিখিত তিনটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজসহ যেকোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করে তারা মুনাফিক, ঈমান না থাকা বা দ্বীনের বাইরে চলে যাওয়া ব্যক্তির সমতুল্য বলে গণ্য হবে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহগার বা সাধারণ কবীরা গুনাহগার অবস্থায় পরকালে যাওয়া–
১. ব্যক্তিদের গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হবে না।
২. ব্যক্তিরা জাহান্নাম থেকেও শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারবে না।

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ..... أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَأَنْزَلْنَاهُ

فِي أَبْيَاتِنَا ، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ . فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي . قَالَتْ فَوَاللَّهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

ইমাম বুখারী রহ. উম্মুল আলা রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়ের রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনসারী মহিলা ও নবী স.-এর কাছে বাইয়াতকারী উম্মুল 'আলা রা. থেকে বর্ণিত, (মদীনায় হিজরতের পর) লটারির মাধ্যমে মুহাজিরদের বণ্টন করা হচ্ছিল। তাতে 'উসমান ইবনু মায'উন রা. আমাদের অংশে পড়লেন, আমরা (সাদরে) তাঁকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। এক সময়ে তিনি সেই রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তাঁর মৃত্যু হলো। যখন তাঁর মৃত্যু হলো এবং তাঁকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হলো, তখন আল্লাহর রসুল স. প্রবেশ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবাস্-সায়িব! আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী স. বললেন– তুমি কী করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, হে আল্লাহর রসুল! তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন? আল্লাহর রসুল স. বললেন– তার ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হচ্ছে এবং আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য কল্যাণ কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রসুল। সেই আনসারী মহিলা বলেন, আল্লাহর কসম! অতঃপর এরপর থেকে কোনো দিন আমি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে পাপমুক্ত বলে মন্তব্য করব না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০১৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুল স. আল্লাহর কসম খেয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, পরকালে তাঁর সঙ্গে এবং সাহাবায়ে কিরামদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হবে সেটি তিনি জানেন না।

এ হাদীসটির বক্তব্য পৃষ্ঠা নম্বর ৫৫-এ উল্লিখিত কুরআনের ১০ নম্বর তথ্যের সুরা আহকাফের ৯ নম্বর আয়াতের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করে সহজে বলা যায়–

১. রসুল স.-এর করা সকল শাফায়াত কবুল হবে না। অর্থাৎ রসুল স.-এর কবীরা গুনাহগার মু'মিনদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকেও বের হয়ে আসতে পারবে না।

হাদীস-৬.১

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... ... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাফে রা. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ইবনে ওমর রা. রসুলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন– জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের আর মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী! তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছো চিরদিন সেখানে থাকবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৩৬২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬.২

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ. وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি আবূল ইয়ামান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন থাক মৃত্যুহীনভাবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১৭৯

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬.৩

حَدَّثَنَا أَحْمَد .... عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَنِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ واعْمَلُوا أن الْمَرءَ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ إِلَى النَّارِ وَخُلُوْدٌ لاَمَوْتَ وَاَقَامَةٌ لاَظَعَنُ فِيْ اَجْسَادٍ لاَتَمُوْتَ

ইমাম তাবারানী রহ. মুআজ ইবন জাবাল রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আহমাদ রহ. থেকে শুনে তার 'আল মুজাম' গ্রন্থে লিখেছেন– মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বলেন, রসুল স. তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে রসুল স.-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

♦ তাবারানী, *আল মুজাম*, হাদীস নং- ১৬৫১।
(হাদীস তিনটি তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ব্যবহার করা হয়েছে।)

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস তিনটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– যারা জান্নাতে যাবে তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। আর যারা জাহান্নামে যাবে তারাও সেখানে চিরকাল থাকবে। তাই কোনো ব্যক্তি জাহান্নাম থেকেও শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারবে না। হাদীস তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– শাফায়াত বা অন্য কোনোভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

হাদীস-৭

عن إبن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ لو قيلَ لأَهلِ النَّارِ إنَّكُم ما كثونَ في النَّارِ عددَ كلِّ حَصاةٍ في الدُّنيا لفرِحوا بِها ولو قيلَ لأَهلِ الجنَّةِ إنَّكم ما كِثونَ بِها عددَ كلِّ حصاةٍ لحَزِنوا ولكن جَعلَ لهمُ الأبدَ.

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– জাহান্নামবাসীদের যদি বলা হয়, দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জাহান্নামে থাকবে তবে তারা অবশ্যই খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা অবশ্যই দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

- হাদীসটি-
  ১. ইমাম তবারানী বর্ণনা করেছেন।
  ২. ইমাম সুয়ূতী 'আল-জামিউস সগীরে' বর্ণনা করেছেন।
  ৩. ইমাম আল হাইছামী 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
  ৪. তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি ব্যবহার করা হয়েছে।
- হাদীসটির মতন কুরআন ও আকলের সাথে সঙ্গতিশীল।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– পরকালে কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটবে না। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে এটিও বলা যায়– শাফায়াতের মাধ্যমে কেউ জাহান্নাম থেকেও বের হয়ে আসতে পারবে না।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল সহীহ হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–
১. কবীরা গুনাহগারদের জন্য করা শাফায়াত কবুল হবে না।
২. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

হাদীসগুলোর বক্তব্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই হাদীসগুলো আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস।

শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার কারণ

শাফায়াত সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও মনের প্রশান্তিমূলক জ্ঞানার্জন করার জন্য এ বিষয়টিও সকল মুসলিমের বুঝে নেওয়া দরকার। নেক আমলের মাধ্যমে ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। এ তথ্যের প্রমাণ হলো–

আল কুরআন

..... إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ .....

অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে দেয়।
(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

আল হাদীস

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ..... حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. উসমান রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আব্দু ইবন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– উসমান রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেছেন– যখনই কোনো মুসলিমের কাছে ফরজ সালাত উপস্থিত হয় আর সে উত্তম ওজু, নিষ্ঠা ও রুকু (ও সিজদা) সহকারে তা আদায় করে, ঐ সালাতের কারণে তার আগের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়, যদি সে কবীরা গুনাহ না করে থাকে। আর সর্বদাই এরকম হতে থাকে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৬৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই ছগীরা গুনাহ মু'মিনের আমলনামায় থাকার কথা নয়। অতএব কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর বহু তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. শাফায়াত করার জন্য আল্লাহর অনুমতি লাগে।
২. শাফায়াত কবুল করার স্বাধীন মালিক মহান আল্লাহ।
৩. কবীরা গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হয় না।
৪. ছগীরা গুনাহ মু'মিনের আমলনামায় সাধারণত থাকে না।

এ কারণে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে– শাফায়াতের প্রকৃত অবস্থা যদি এটি হয় তাহলে শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখার দরকার কী ছিল? প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে শাফায়াতের দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণ পর্যালোচনা করলে।

শাফায়াতের দুনিয়ার কল্যাণ

আগেই আমরা জেনেছি শাফায়াত করার অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি হলো– দুনিয়ার জীবন পরিচালনার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মহান আল্লাহর দেওয়া সম্মাননা পুরস্কার। এ সম্মাননা পুরস্কার পাবে অতীব উচ্চমানের নেককার মু'মিনগণ।

মানুষ সম্মান পেতে চায়। তাই 'শাফায়াত' ব্যবস্থা রাখার প্রধান কারণ বা কল্যাণ হলো– দুনিয়ার মানুষকে অতীব উচ্চমানের নেককার মু'মিন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। আর এর ফল স্বরূপ দুনিয়ায় অতীব উচ্চমানের নেককার মু'মিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং মানব সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হবে।

শাফায়াতের পরকালীন কল্যাণ

ইসলামে গুনাহ বড়ো দাগে তিন মাত্রার–

১. ছগীরা
২. মধ্যম
৩. কবীরা

তাই শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে মানুষের দুই ধরনের কল্যাণ হবে–

১. মধ্যম গুনাহ মাফ হবে।
২. জান্নাত ও জাহান্নামের মান পরিবর্তন হবে।

শাফায়াতের মাধ্যমে জান্নাত ও জাহান্নামের মান তথা পুরস্কার বা শাস্তির মাত্রার পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি জানা যায় নিম্নের হাদীস দুটি থেকে–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ . . . . . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه. أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাঈদ খুদরী রা.-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রহ.-এর থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবূ তালিবের আলোচনা করা হলো, তিনি বললেন– আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগুনের হালকা স্তরে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং তাতে তার মগজ গলে যাবে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩৬৭২
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . . . . . عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَىْءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

ইমাম মুসলিম রহ. আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন উমার রহ.-এর থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রসুলুল্লাহ্ স.-কে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ স.! আপনি কি আবূ তালিবের কোনো উপকার করতে পেরেছেন? তিনি তো আপনার হিফাজত করতেন, আপনার পক্ষ হয়ে (অন্যের প্রতি) ক্রোধান্বিত হতেন। রসুলুল্লাহ্ স. উত্তরে বললেন– হ্যাঁ, তিনি কেবল পায়ের গ্রন্থি পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে আছেন, আর যদি আমি না হতাম তবে জাহান্নামের অতল তলেই তিনি অবস্থান করতেন।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫৩১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

শাফায়াত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে কি না

'শাফায়াত' হলো মহান আল্লাহর প্রণয়ন করা পরকালে গুনাহ মাফের একটি ব্যবস্থা। তাই এ বিষয়টি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে– মৃত্যুর সময় যে সকল মু'মিনের আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকবে না (নেককার মু'মিন) তাদের জান্নাত পাওয়ার জন্য শাফায়াতের প্রয়োজন হবে না। আর অতিউচ্চ স্তরের নেককার মু'মিনগণ শাফায়াত ছাড়া জান্নাত পাবেন এবং আমলনামায় মধ্যম গুনাহ থাকা মু'মিনদের শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ করিয়ে জান্নাতে নিতেও পারবেন।

বাকি থাকে সে হাদীসটির কথা যেখানে রসুল স. বলেছেন– তিনি নিজেও আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবেন না। এ কথাটির অর্থ এ নয় যে, পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে গুনাহ মাফ না করিয়ে নিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এ কথার অর্থ হবে– মহান আল্লাহ দয়া করে দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহ মাফের যে সকল ব্যবস্থা রেখেছেন তা না থাকলে কারো পক্ষে জান্নাত পাওয়া সম্ভব হতো না। তাইতো মহান আল্লাহ বলেছেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলামী জীবনব্যবস্থায়) প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

(সুরা আন নাসর/১১০ : ১-৩)

শাফায়াত বিষয়ে যে দোয়া করতে হবে

প্রচলিত ধারণা ও তার পর্যালোচনা

প্রচলিত ধারণা হলো– সকলকে রসুল স.-এর শাফায়াত পাওয়ার জন্য দোয়া করতে হবে। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, এটির অর্থ হলো একজন মুসলিম অপরাধ করতে থাকা অবস্থায় পরকালে যাবে এবং পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে সে গুনাহ মাফ করে নেবে। এতে মুসলিম বিশ্ব শান্তিময় হবে না।

প্রকৃত তথ্য

শাফায়াত বিষয়ে দোয়া করতে হবে, হে আল্লাহ!–

১. আমাকে নবীর স. শাফায়াত পাওয়ার তৌফিক দিন।
২. আমার যাতে শাফায়াত না লাগে সেভাবে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দিন।
৩. আমি যাতে শাফায়াতকারী হতে পারি সেভাবে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দিন।

সাধারণ আরবী গ্রামারের তুলনায়
কুরআনিক আরবী গ্রামার অনেক সহজ

কুরআনের ভাষায়
কুরআন বুঝতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

কুরআনিক
আরবী
গ্রামার

শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার মূল উৎস এবং তার পর্যালোচনা

শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির মূল উৎস হলো কিছু হাদীস। কুরআনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা করেও 'মু'মিনরা কিছুকাল জাহান্নাম খেটে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে' এ কথা চালু করা হয়েছে। কিন্তু ঐ সব আয়াতে শাফায়াতের কথাটি সরাসরি উল্লেখ নেই। ঐ সকল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে।

এখন আমরা সে সকল সহীহ হাদীস পর্যালোচনা করব যেখানে 'শাফায়াত' কথাটি সরাসরি উল্লেখ আছে এবং যেগুলো শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে। হাদীসগুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

ক. রসুল স.-এর শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়া বক্তব্য ধারণকারী হাদীস।

খ. রসুল স. এবং অন্য মানুষের শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার বক্তব্য ধারণকারী হাদীস।

আমরা এখন এ দুই ধরনের হাদীস উল্লেখ ও পর্যালোচনা করব–

ক. রসুল স.-এর শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ হওয়া বক্তব্য ধারণকারী হাদীস

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–

আনাস রা. বলেন, নবী স. বলেছেন– আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৭৪১।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

পর্যালোচনা : হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) আগে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিপরীত। তাই এটি রসুল স.-এর কথা হিসেবে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে কি?

খ. রসুল স. এবং অন্য মানুষের শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার বক্তব্য ধারণকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ..... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا . قُلْنَا لاَ. قَالَ فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ، إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا . ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيدُونَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا. فَيُقَالُ اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي

لِيَلْحَقَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا. قَالَ. فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ، لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، **فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا.**

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ **مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ** فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا**، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ

أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ. فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র রহ.-এর থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম– ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ করব কি? তিনি বললেন– মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হও কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন– সেদিন তোমরাও তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। এতটুকু ছাড়া যতটুকু সূর্য দেখার সময় পেয়ে থাক।

সেদিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন যারা যে জিনিসের ইবাদত করতে, তারা সে জিনিসের কাছে গমন করো। এরপর যারা ক্রুশধারী ছিল তারা যাবে তাদের ক্রুশের কাছে। মূর্তিপূজারীরা যাবে তাদের মূর্তির সাথে। সকলেই তাদের উপাস্যের সাথে যাবে। অবশ্যই সেখানে থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীরা, নেককার ও গুনাহগার সবাই। আর আহলে কিতাবের কিছু সংখ্যক লোকও থাকবে।

অতঃপর জাহান্নামকে আনা হবে। সেটি তখন থাকবে মরীচিকার মতো। ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা উত্তর করবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উযায়র আ.-এর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। কারণ, আল্লাহর কোনো স্ত্রীও নেই এবং নেই তার কোনো সন্তান। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে– আমরা চাই, আমাদেরকে পানি পান করান। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা পানি পান করো। এরপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

তারপর নাসারাদেরকে বলা হবে, তোমরা কীসের ইবাদত করতে? তারা বলে উঠবে, আমরা আল্লাহর পুত্র মসীহের ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোনো স্ত্রীও ছিল না, সন্তানও ছিল না। এখন তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমাদের ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে পানি পান করতে দিন। তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে, তোমরা পান করো। তারপর তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।

পরিশেষে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারীগগ। তাদের নেককার ও গুনাহগার সবাই। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকে রেখেছে? অথচ অন্যরা তো চলে গিয়েছে। তারা বলবে আমরা তো সেদিন তাদের থেকে পৃথক রয়েছি, যেদিন আজকের অপেক্ষা তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষণাকারীর এ ঘোষণা দিতে শুনেছি যে যারা যাদের ইবাদত করতো তারা যেন ওদের সাথে যায়। আমরা প্রতীক্ষা করছি আমাদের প্রতিপালকের জন্য।

নবী স. বলেন– এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের কাছে আগমন করবেন। এবার তিনি সে আকৃতিতে আগমন করবেন না, যেটিতে তাঁকে প্রথমবার ঈমানদারগণ দেখেছিল। এসে তিনি ঘোষণা দেবেন আমি তোমাদের প্রতিপালক, সবাই তখন বলে উঠবে আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আর সেদিন নবীগণ ছাড়া তার স্থানে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের এবং তাঁর মাঝখানে পরিচায়ক কোনো আলামত আছে কি? তারা বলবে– পায়ের নলা। তখন পায়ের নলা খুলে দেওয়া হবে। এই দেখে ঈমানদারগণ সবাই সিজদায় পতিত হবে। বাকি থাকবে তারা, যারা লোক-দেখানো এবং লোক-শোনানো সিজদা করেছিল। তবে তারা সিজদার মনোবৃত্তি নিয়ে সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড একটি তক্তার মতো শক্ত হয়ে যাবে।

এমন সময় পুল স্থাপন করা হবে জাহান্নামের ওপর। সাহাবীগণ আরজ করলেন, সে পুলটি কী ধরনের হবে ইয়া রসুলুল্লাহ? তিনি বললেন– দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে, শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটা বিশিষ্ট হবে, যা নাজদ দেশের সাদান বৃক্ষের কাটার মতো হবে। সে পুলের ওপর দিয়ে ঈমানদারগণের কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের মতো, কেউ বিজলীর মতো। কেউ বা বাতাসের মতো আবার কেউ তীব্রগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তি প্রাপ্তগণ কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। একবারে শেষে পার হবে যে ব্যাক্তিটি, সে হেঁচড়িয়ে কোনো রকমে পার হয়ে আসবে।

বর্তমানে তোমরা হকের ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক কঠোর নও, সেদিন ঈমানদারগণ আল্লাহর সমীপে (কেমন কঠোর হবে) তা তোমাদের কাছে নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন ঈমানদারগণ এই দৃশ্যটি অবলোকন করবে যে, তাদের ভাইদেরকে রেখে একমাত্র তারাই নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেসব ভাই কোথায়, যারা আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতো, রোযা পালন করতো, নেক কাজ করতো?

তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে এক দীনার বরাবর ঈমান পাবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। এদের কেউ কেউ দুপা ও দুপায়ের নলির অধিক পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে থাকবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারে, তাদেরকে বের করবে। তারপর এরা আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ আবার তাদেরকে বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা গিয়ে তাদেরকেই বের করে নিয়ে আসবে যাদেরকে তারা চিনতে পারবে। তারপর আবার প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ তাদেরকে আবার বলবেন– তোমরা যাও, যাদের মনে **অণু পরিমাণ ঈমান** পাবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ খুদরী রা. বলেন– তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, তাহলে আল্লাহর এ বাণীটি পড়ো– আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর অণু পরিমাণ পূণ্য কাজ হলেও আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করেন (৪ : ৪০)।

তারপর নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন– এখন একমাত্র আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট রয়েছে। **তিনি জাহান্নাম থেকে একমুষ্টি ভরে এমন দলসমূহকে বের করবেন, যারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে**। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে অবস্থিত 'হায়াত' নামক নহরে ঢালা হবে। তারা সে নহরের দুপাশে এমনভাবে উদ্ভূত হবে, যেমন পাথর এবং গাছের কিনারে বহন করে আনা আবর্জনায় নিচ থেকে তৃণ উদ্ভূত হয়। দেখতে পাও তন্মধ্যে সূর্যের আলোর অংশের গাছগুলো সাধারণত সবুজ হয়, ছায়ার অংশগুলো সাদা হয়। তারা সেখান থেকে মুক্তার দানার মতো বের হবে। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে। জান্নাতে তারা যখন প্রবেশ করবে, তখন অপরাপর জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত **যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা কোনো নেক আমল কিংবা কল্যাণ কাজ ছাড়া জান্নাতে দাখিল করেছেন**। তখন তাদেরকে ঘোষণা দেওয়া হবে– তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সাথে আরও সমপরিমাণ দেওয়া হলো তোমাদেরকে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৪৩৯
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ. قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ. قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَغُبَّرَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ. فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ

فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا. ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ **فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ** يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ. فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا

وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ **فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ** عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِى نَهَرٍ فِى أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ **الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ** ثُمَّ يَقُولُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ. فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَىُّ شَىْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ رِضَاىَ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সাঈদ আল-খুদুরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সুওয়াইদ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ্ স.-এর যুগে কতিপয় লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করে বলল, হে আল্লাহর রসুল! কিয়ামাত দিবসে আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? রসুলুল্লাহ স. বললেন– হ্যাঁ! তিনি আরও বললেন, দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? চন্দ্রের চৌদ্দ তারিখে মেঘমুক্ত অবস্থায় চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয়? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! তা হয় না। নবী স. বললেন– ঠিক তেমন কিয়ামাত দিবসে তোমাদের বারাকাতময় মহামহিম রবকে দেখতে কোনোই কষ্ট অনুভব হবে না যেমন চাঁদ ও সূর্য দেখতে কষ্ট অনুভব করো না।

সে দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, 'যে যার উপাসনা করতো সে আজ তার অনুসরণ করুক।' তখন আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার বেদীর উপাসনা করতো তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সৎ বা অসৎ হোক যারা আল্লাহর 'ইবাদাত করতো তারাই

কেবল অবশিষ্ট থাকবে এবং কিতাবীদের (যারা দেব-দেবী ও বেদীর উপাসক ছিল না তারাও বাকি থাকবে)।

এরপর ইয়াহুদীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র 'উযায়র-এর। তাদেরকে বলা হবে মিথ্যা বলছো। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। তোমরা কী চাও? তারা বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের খুবই পিপাসা পেয়েছে। আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। প্রার্থনা শুনে তাদেরকে ইঙ্গিত করে মরীচিকাময় জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ আরেক অংশকে গ্রাস করতে থাকবে। তারা এতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এরপর খ্রিষ্টানদের ডাকা হবে, বলা হবে, তোমরা কার ইবাদাত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র মাসীহ-এর (ঈসার) উপাসনা করতাম। বলা হবে, মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। জিজ্ঞেস করা হবে, এখন কী চাও? তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দারুণ পিপাসা পেয়েছে, আমাদের পিপাসা নিবারণ করুন। তখন তাদেরকেও পানির ঘাটে যাবার ইঙ্গিত করে জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে জমায়েত করা হবে। এটিকে মরীচিকার মতো মনে হবে। সেখানে আগুনের লেলিহান শিখা যেন পানির ঢেউ খেলবে। এর একাংশ অপর অংশকে গ্রাস করে নিবে। তারা তখন জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকবে।

শেষে সৎ বা অসৎ হোক এক আল্লাহর উপাসনাকারী ছাড়া আর কেউ (ময়দানে) অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা পরিচিত আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন। বলবেন, সবাই তাদের স্ব স্ব উপাস্যের অনুসরণ করে চলে গেছে, আর তোমরা কার অপেক্ষা করছ? তারা বলবে, হে আমাদের রব! যেখানে আমরা বেশি মুখাপেক্ষী ছিলাম সে দুনিয়াতেই আমরা অপরাপর মানুষ থেকে পৃথক থেকেছি এবং তাদের সঙ্গী হইনি। তখন আল্লাহ বলবেন, আমিই তো তোমাদের রব। মু'মিনরা বলবে, "আমরা তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি" আল্লাহর সঙ্গে আমরা কিছুই শরীক করি না। এ কথা তারা দুই বা তিনবার বলবে। এমন কি কেউ কেউ অবাধ্যতা প্রদর্শনেও অবতীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহর বলবেন, আচ্ছা, তোমাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আছে যা দিয়ে তাঁকে তোমরা চিনতে পার? তারা বলবে অবশ্যই আছে। এরপর পায়ের 'সাক' (গোছা) উন্মোচিত হবে। তখন পৃথিবীতে যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করতো, সে মুহূর্তে তাদেরকে

আল্লাহর সেজদা করার অনুমতি দেবেন এবং তারা সবাই সেজদাবনত হয়ে পড়বে। আর যে কারো ভয়-ভীতি কিংবা লোক দেখানোর জন্য সেজদা করতো তার মেরুদণ্ড শক্ত ও অনমনীয় করে দেওয়া হবে। যখনই তারা সেজদা করতে ইচ্ছা করবে তখনই তারা চিত হয়ে পড়ে যাবে।

অতঃপর তারা তাদের মাথা উঠাবে এবং তিনি তাঁর আসলরূপে আবির্ভূত হবেন। অতঃপর বলবেন, আমি তোমাদের রব, তারা বলবে, হ্যাঁ! আপনি আমাদের রব। তারপর জাহান্নামের ওপর "জাস্‌র" (পুল) স্থাপন করা হবে। শাফায়াতেরও অনুমতি দেওয়া হবে। মানুষ বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাদের নিরাপত্তা দিন, আমাদের নিরাপত্তা দিন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল স.! "জাস্‌র" কী? রসুলুল্লাহ্ স. বললেন– এটি এমন স্থান যেখানে পা পিছলে যায়। সেখানে আছে নানা প্রকারের লৌহ শলাকা ও কাঁটা, দেখতে নাজ্‌দের সা'দান বৃক্ষের কাঁটার মতো। মু'মিনগণের কেউ তো এ পথ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাছুর গতিতে, কেউ উত্তম অশ্ব গতিতে, কেউ উষ্ট্রের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ তো অক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে, আর কেউ তো হবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নাজাতপ্রাপ্ত। আর কতককে কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রসুলুল্লাহ্ স. বলেন– সে সত্তার কসম! **যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ দিন মু'মিনগণ তাদের ঐ সব ভাইদের স্বার্থে যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে, আল্লাহর সাথে এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও তোমরা তেমন বিতর্কে লিপ্ত হও না।** তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সলাত আদায় করতো, হাজ্জ করতো। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে– যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে আনো।

উল্লেখ্য, এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল 'আজাব থেকে রক্ষিত থাকবে। (তাই তাদেরকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না।) মু'মিনগণ জাহান্নাম হতে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত, আবার কারো হাঁটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দেবে। উদ্ধার শেষ করে মু'মিনগণ বলবে, হে রব! যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও, যার মনে এক দীনার পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকে উদ্ধার করে আনো। তখন তারা আরও একদলকে উদ্ধার করে এনে বলবে, হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে অর্ধ দীনার পরিমাণ **খায়ের (ঈমান)** অবশিষ্ট

পাবে তাকেও বের করে আনো। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেন– আবার যাও, যার মনে **অণু পরিমাণ খায়ের (ঈমান)** বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আনো। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে, হে রব! **খায়ের থাকা (ঈমান থাকা) কাউকে আর রেখে আসিনি**।

সাহাবা আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. বলেন, তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না করো তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পার– "আল্লাহ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন" (সুরা আন্ নিসা/ ৪ : ৪০)।

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন– ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মু'মিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবলমাত্র আরহামুর রাহিমীন– পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। **এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন, ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনও কোনো সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে অঙ্গার হয়ে গেছে।** পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের 'নাহরুল হায়াতে' ফেলে দেওয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে, যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে। (রসুলুল্লাহ্ স. বললেন) তোমরা কি কোনো বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়ালে কোনো শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থাকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়। সহাবাগণ বললেন– হে আল্লাহর রসুল! মনে হয় আপনি যেন গ্রামাঞ্চলে পশু চরিয়েছেন। রসুলুল্লাহ্ স. বলেন– এরপর তারা নহর থেকে মুক্তার মতো ঝকঝকে অবস্থায় উঠে আসবে এবং তাদের গ্রীবাদেশে মোহরাঙ্কিত থাকবে যা দেখে জান্নাতীগণ তাদের চিনতে পারবেন। এরা হবে 'উতাকাউদল্লাহ'– আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'য়ালা **সৎকাজ ও খায়ের (ঈমান)** ছাড়াই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

এরপর আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন– যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো। আর যা কিছু দেখছো সব কিছু তোমাদেরই। তারা বলবে, হে রব! আপনি আমাদেরকে এত দিয়েছেন যা সৃষ্টজগতের কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন– তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম বস্তু আছে। তারা বলবে, কী

সে উত্তম বস্তু? আল্লাহর বলবেন– সে হলো আমার সন্তুষ্টি। এরপর আর কখনও তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবো না।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪২৫
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস দুটির বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

১. জাহান্নাম থেকে প্রথম বের হয়ে আসা মু'মিনরা, জাহান্নামে থেকে যাওয়া তাদের বন্ধুদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কঠিনভাবে ঝগড়া করবে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা (ভয় পেয়ে?) তাদের বন্ধুদের বের করে আনতে বলবেন।

২. শেষবার জাহান্নাম থেকে লোকদের বের করে এনে মু'মিনরা আল্লাহকে বলবে– আর কোনো মু'মিনদের তারা জাহান্নামে রেখে আসেনি। অর্থাৎ জাহান্নামে তখন শুধু কাফিররা আছে।

৩. সবশেষে আল্লাহ মুঠি ভরে যে দলসমূহকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন তারা কাফির। কারণ, মু'মিনরা শেষবার জাহান্নামে গিয়ে অণুপরিমাণ ঈমানধারীদেরকেও বের করে নিয়ে এসেছে।

৪. আল্লাহ তা'য়ালার মুঠিতে অবশ্যই সকল কাফিররা এসে যাবে। ফলে জাহান্নামে আর কোনো কাফির থাকবে না। শূন্য জাহান্নাম জ্বলতে থাকবে।

হাদীস-৩

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه .أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا. وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. قَالَ فَيَأْتُونَ

إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ ـ وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا. قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ ـ وَلَكِنِ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَهُ. قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ. قَالَ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ. قَالَ. ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، **حَتَّى مَا يَبْقَى فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ**. قَالَ. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا) قَالَ وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ .

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনু মিনহাল রহ.-এর থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ঈমানদারদেরকে কিয়ামতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। পরিশেষে তারা পেরেশান হয়ে ওঠবে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে কারো মাধ্যমে শাফায়াত করাই যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো। তারপর তারা আদম আ.-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনিই তো সে আদম, যিনি মানবকুলের পিতা, স্বয়ং আল্লাহ নিজ হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ প্রদান করেছেন তাঁর জান্নাতে, ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের গুণবাচক নামের তালীম দিয়েছেন। আমাদের এ স্থান থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য আপনার সেই রবের কাছে শাফায়াত করুন। তখন আদম আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। নবী স. বলেন– এরপর তিনি নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ আ.-এর কাছে যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের প্রতি প্রেরিত নবীগণের মধ্যে প্রথম নবী।

তারপর তারা নূহ আ.-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি না জেনে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনার ভুলটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের বন্ধু ইবরাহীমের কাছে যাও। নবী স. বলেন– অতঃপর তারা ইবরাহীম আ.-এর কাছে যাবে। তখন ইবরাহীম আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। আর তিনি এরূপ তিনটি বাক্যের কথা উল্লেখ করবেন যেগুলো বাহ্যত বাস্তবতা পরিপন্থি ছিল। পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা আ.-এর কাছে যাও। আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত দান করেছিলেন, তার সাথে কথা বলেছিলেন এবং গোপন বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁকে সান্নিধ্য দান করেন।

রসুল স. বলেন– সবাই তখন মূসা আ.-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। এবং তিনি (অনিচ্ছাকৃত) হত্যার ভুলের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা বরং ঈসা আ.-এর কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল এবং তার রূহ ও বাণী।

রসুল স. বলেন– তারা সবাই তখন ঈসা আ.-এর কাছে যাবে। ঈসা আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই। তিনি বলবেন, তোমরা বরং মুহাম্মদ স.-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যার আগের ও

পরের ভুল মাফ করে দিয়েছেন। রসুল স. বলেন– তারা তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তার কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। তাঁর দর্শন লাভ করার সাথে সাথে আমি সিজদায় পড়ে যাবো। তিনি আমাকে সে অবস্থায় যতক্ষণ রাখতে চাইবেন ততক্ষণ রাখবেন।

এরপর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন– মুহাম্মাদ, মাথা ওঠান। বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, আর শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে, চান আপনাকে দেওয়া হবে। রসুল স. বললেন– তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন শ্রুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। এরপর আমি সুপারিশ করব, তবে আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ. বলেন, আমি আনাস রা.-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তারপর আমি ফিরে এসে আমার রবের কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে।

আমি তাঁকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'য়ালা যতক্ষণ রাখতে চাইবেন, আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, মুহাম্মদ! মাথা উঠান। বলুন, তা শোনা হবে, শাফায়াত করুন, কবুল করা হবে, চান দেওয়া হবে। রসুল স. বলেন– তারপর আমি আমার মাথা উঠাবো। আমার রবের এমন প্রশংসা ও শ্রুতি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসুল স. বলেন– এরপর আমি শাফায়াত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ. বলেন, আমি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি, নবী স. বলেছেন– তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

তারপর তৃতীয়বারের মতো ফিরে আসবো এবং আমার রবের কাছে প্রবেশ করার অনুমতি চাইবো। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি তাকে দেখার পর সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে সে অবস্থায় রাখবেন, যতক্ষণ তিনি চাইবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, তা কবুল করা হবে, চান, দেওয়া হবে। রসুল স. বলেন– আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন শ্রুতি ও প্রশংসা (হামদ ও সানা) করব, যা আমাকে শিখিয়ে দেবেন। রসুল স. বলেন– এরপর আমি

শাফায়াত করব, আমার জন্য একটা সীমা নির্ধারণ করা হবে। তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। বর্ণনাকারী কাতাদা রহ. বলেন, আমি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি, নবী স. বলেন– আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

পরিশেষে জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র তারা; কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ওপর জাহান্নামের স্থায়ীবাস অবধারিত হয়ে পড়েছে। আনাস রা. বলেন, তিনি কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (মহান আল্লাহর বাণী) আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে (১৭ : ৭৯) এবং তিনি বললেন, তোমাদের নবী স.-এর জন্য প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমুদ' হচ্ছে এটিই।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭০০২
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَيَقُولُ. ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ. ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي

الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ . وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণিত সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফায়াত করতো, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করতো।

তখন তারা সকলেই আদম আ.-এর কাছে এসে বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের হুকুম করেছেন; তারা আপনাকে সিজদা করেছে। অতঃপর আপনি আমাদের জন্য আমাদের প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ আ.-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ প্রথম রসুল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইবরাহীম আ.-এর কাছে চলে যাও, যাকে আল্লাহ তা'য়ালা খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তারা তার কাছে যাবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন– আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা আ.-এর কাছে চলে যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কথা বলেছেন। তখন তারা তার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন– তোমরা ঈসা আ.-এর কাছে চলে যাও।

তারা তার কাছে যাবে। তখন তিনিও বলবেন– আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মাদ স.-এর কাছে চলে যাও। তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইবো। যখনই আমি আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখতে পাবো তখন সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'য়ালার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল করো, তোমাকে দেওয়া হবে। বলো,

তোমার কথা শ্রবণ করা হচ্ছে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবো। এরপর আমি আগের মতো পুনরায় তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাবো। **অবশেষে কুরআনের বাণী মোতাবেক যাদের জাহান্নাম অবস্থান স্থায়ী তারা ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে থাকবে না। কাতাদা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে।**

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬১৯৭

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ۔ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي. ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ (لي) فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ

يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي. مِثْلَهُ. ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ (ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণিত সনদের ৩য় ব্যক্তি মুসলিম ইবন ইবরাহীম রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেন– কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্রিত হবে এবং তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য একজন সুপারিশকারী পেতাম। এরপর তারা আদম আ.-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে বলবে আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'য়ালা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আর ফেরেশতা দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যেন আমাদের কঠিন স্থান থেকে আরাম দিতে পারেন। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজে আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি নিজ ভুলের কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন। এবং তিনি বলবেন– তোমরা নূহ আ.-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রসুল যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন।

তখন তারা তাঁর শরণাপন্ন হবে। তিনিও বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তিনি তাঁর রবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন এমন বিষয় যা তাঁর জানা ছিল না। সেকথা স্মরণ করে তিনি লজ্জাবোধ করবেন। এবং বলবেন বরং তোমরা আল্লাহর খলীল (ইবরাহীম আ.)-এর কাছে যাও। তারা তখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন– তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মূসা আ.-এর কাছে যাও। তিনি এমন বান্দা যে তাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। এবং তিনি এক কিবতীকে বিনা দোষে হত্যা করার কথা স্মরণ করে তাঁর রবের কাছে লজ্জাবোধ করবেন।

তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা আ.-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসুল এবং আল্লাহর বাণী ও রূহ্। (তারা সেখানে যাবে) তিনি বলবেন, তোমাদের এ কাজের জন্য আমার সাহস হচ্ছে না। তোমরা মুহাম্মদ স.-এর

কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যার আগের ও পরের ভুলত্রুটি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে যাবো এবং অনুমতি চাবো, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হবে। আর আমি যখন আমার রবকে দেখবো, তখন আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়বো। আল্লাহ যতক্ষণ চান আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলা হবে, আপনার মাথা উঠান এবং চান দেওয়া হবে, বলুন শোনা হবে, সুপারিশ করুন কবুল করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমাকে যে প্রশংসাসূচক বাক্য শিক্ষা দিবেন তা দিয়ে আমি তাঁর প্রশংসা করব। তারপর সুপারিশ করব। আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। (সেই সীমিত সংখ্যায়) আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

আমি পুনরায় রবের কাছে ফিরে আসবো। যখন আমি আমার রবকে দেখবো তখন আগের মতো সব কিছু করব। তারপর আমি সুপারিশ করব। আবার আমাকে একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী আমি তাদের জান্নাতে দাখিল করাবো। আমি আবার রবের কাছে উপস্থিত হয়ে অনুরূপ করব। এরপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং আরজ করব **এখন কেবল তারাই জাহান্নামে অবশিষ্ট রয়ে গেছে যারা কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী আটকে রয়েছে আর যাদের ওপর চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত রয়েছে।**

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪২০৬
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৬

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আনাস ইবনু মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিন বান্দাদের একত্রিত করবেন। ফলে তারা সেটাকে অতি সঙ্কটময় মনে করবে। বর্ণনাকারী আগের হাদীস তিনটির

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এ রিওয়ায়াতে চতুর্থবারের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তারপর আমি বলবো, হে রব! আর কেউ অবশিষ্ট নেই। **কেবল তারাই আছে যাদেরকে পবিত্র কুরআন আটকে রেখেছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে চিরকালের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে।**

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৯৭
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং হাদীসের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ হলো–

১. হাদীসগুলোর মধ্যম অংশের বক্তব্য থেকে জানা যায়– রসুল স. একবার নয় চারবার জাহান্নামে গিয়ে মু'মিনদের বের করে আনবেন।

২. হাদীসগুলোর শেষ অংশের বক্তব্য হলো– কুরআন যাদেরকে আটকে রাখবে অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী যাদের স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা অবধারিত হবে তাদের ছাড়া সকলকে রসুল স. জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। কুরআনের অসংখ্য স্থানে (আগে উল্লেখ করা হয়েছে) ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জাহান্নামের অবস্থান হবে স্থায়ী। অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে কেউ বের হয়ে আসার মতো কোন ঘটনা পরকালে ঘটবে না। তাই হাদীসগুলোর এক অংশের বক্তব্য অন্য অংশের বিরোধী।

   বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে।

৩. আল কুরআনে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থানের মেয়াদ জানাতে যে 'খুলুদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক তাফসীরকারক হাদীসের দোহাই দিয়ে জাহান্নামীদের বিষয়ে 'খুলুদ' শব্দের অর্থ করেছেন লম্বা সময়। কিন্তু এ চারটি হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় জাহান্নামীদের ব্যাপারেও ঐ 'খুলুদ' শব্দের অর্থ হবে স্থায়ী।

হাদীসগুলোর সামগ্রিক পর্যালোচনা

উল্লিখিত ৬টি হাদীসের অনুরূপ বক্তব্যধারণকারী আরও হাদীস প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে আছে। হাদীসগুলোর বক্তব্য (মতন) আগে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিপরীত। অন্যদিকে চারটি হাদীসের ভেতরও পরস্পর বিরোধী তথ্য বিদ্যমান।

অন্যদিকে প্রথম দুটি হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়–

১. জাহান্নাম থেকে প্রথম বের হয়ে আসা মু'মিনরা, জাহান্নামে থেকে যাওয়া তাদের বন্ধুদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কঠিনভাবে ঝগড়া করবে।

২. মুক্তি পাওয়া মু'মিনরা জাহান্নামে থেকে তাদের সকল মু'মিন ভাইদের বের করে আনার পর আল্লাহ মুঠি ভরে সকল কাফিরদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

পাঠকগণই বলুন– এ ধরনের কথা রসুল স.-এর কথা তথা রসুল স.-এর হাদীস হতে পারে কি? যারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো স্থানে আছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ– আপনারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দিয়ে উম্মাতকে বাঁচান। আর নিম্নের দুটো বিষয় আপনাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত দেওয়ার শক্তি যোগাবে ইনশাআল্লাহ–

১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় সনদ তথা বর্ণনাসূত্রের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতন তথা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

২. হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্যদের দিয়ে পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা কথা লিখে রাখা। গ্রন্থকার বা সংকলনকারীগণের বেখেয়ালে তা বর্ণনা করা।
(১. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯।
২. সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪।
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদগণ তাদের জ্ঞাতসারে–

- কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত
- সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বিপরীত
- Common sense-এর সরাসরি বিপরীত
- অভ্যন্তরীণ বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী
- উম্মাহ বিধ্বংসী

বক্তব্য সম্বলিত এ সকল কথা রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে তাদের গ্রন্থে লিখে রেখেছেন– এ কথা বিশ্বাস করলে ঐ মনীষীগণের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে তথা কবীরা গুনাহ হবে বলে আমরা মনে করি। আর জাল হাদীস প্রচারের ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য গোয়েন্দারা অখ্যাত নয়, বরং বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থকে বাছাই করবেন এটাই স্বাভাবিক।

শেষ কথা

সুধী পাঠক! আশা করি পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যসমূহ শাফায়াত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিরোধী কথাগুলো অপনোদন করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আর এর ফলস্বরূপ যে সকল ঈমানদার ইসলামের কিছু অনুসরণ করছেন আর কিছু অনুসরণ করছেন না এটি ভেবে যে, গুনাহের জন্য জাহান্নাম যেতে হলেও কিছুকাল সেখানে থাকার পর শাফায়াতের মাধ্যমে চিরকালের জন্য জান্নাত পাওয়া যাবে, তাদের ভুল ভাঙবে। তাই তারা সকলে ইসলাম পালন করে নেককার মু'মিন বা কমপক্ষে ছগীরা গুনাহগার বা মধ্যম গুনাহগার মু'মিনের স্তরে থাকার চেষ্টা করবে। আর তা পারলে আশা করা যায় তারা সকলে পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে বা সরাসরি চিরকালের জন্য জান্নাত পাওয়ার যোগ্য হবেন।

সবার কাছে দোয়া চেয়ে এবং ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

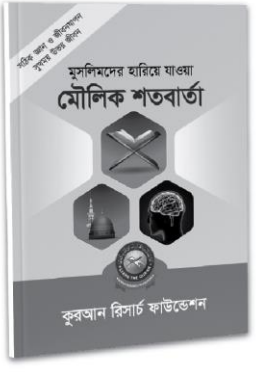

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১